দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মশিউর রহমানের ডিপ ফ্রিজ উপহার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় সমাজের অবহেলিত বাবা মায়ের কল্যাণে আমাদের পথ চলা সিনিয়র সিটিজেন হোমের অসহায় বৃদ্ধ বাবা-মায়েদের খাবার রাখার জন্য একটি ডিপ ফ্রিজ উপহার দিয়েছেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মশিউর রহমান।

আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার কেরু আনোয়ারপুর এলাকায় অবস্থিত সিনিয়ার সিটিজেন হোমে এই ডিপ ফ্রিজ উপহার প্রদান করা হয়।

দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির সদস্য আলহাজ্ব মশিউর রহমান নিজ উদ্যোগে এই ফ্রিজ প্রদান করে।

এ সময় তিনি বলেন, দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষাঅনুরাগী ও বিএনপি নেতা মরহুম সদর আলী স্যার। তার ছেলে মোঃ সিরাজুল ইসলামের উদ্যোগে সমাজের অবহেলিত বাবা মায়ের কল্যাণে পথ চলা সিনিয়র সিটিজেন হোম তৈরি করেছে। এখানে অবলিত বাবা মায়ের থাকা খাওয়া সহ সুন্দর পরিবেশে বসবাসের বাস যোগ্য গড়ে তোলা হচ্ছে। বৃদ্ধ বাবা-মায়েদের সার্বিক খোজ খবর নেন প্রয়োজনীয় সহযোগীতারও আশ্বাস দেন।

আজ শুক্রবার সকাল ১১ টার দিকে তিনি দলীয় নেতাকর্মিদের সাথে নিয়ে ফ্রিজটি তুলে দেন হোমের ম্যানেজারের আবুজার গিফারীর হাতে।

এ সময় মশিউর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক দর্শনা পৌরসভার মেয়র মহিদুল ইসলামের ছেলে ও পৌর এলাকার ০৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মাহাদুল ইসলাম সেপাস, থানা ছাত্রদলের যুগ্মআহবায়ক সাহেদ ইসলাম সুজন, পৌর ছাত্রদলের যুগ্মআহবায়ক মুকিত শেখ, কলেজ ছাত্রদলের যুগ্মআহবায়ক রাজু আহমেদ, নবীন দলের সদস্য সচিব ডাবলু মিয়া, ছাত্রদল নেতা রকি, সুমন প্রমুখ।

দর্শনা কেরু চিনিকলের নিরাপত্তা কর্মীদের ৪৯০ টাকা পারিশ্রমে মানবেতর জীবন যাপন

দর্শনা কেরু চিনিকলের অধিনে নিরাপত্তা প্রতিদিনে হাজিরা ৪৯০ টাকা যা দিয়ে দিনপাত করা কঠিন হয়েছে। একদিকে দিন হাজিরা কম অপরদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মুল্যে বৃদ্ধি হওয়ায় সংসার চালাতে নাভিশ্বাস হয়ে পড়েছে এমটি বলেন হানিফ নামে নিরাপত্তা কর্মী।

এছাড়া ডিউটি থাকলে হাজিরা না থকলে হাজিরা হবে না এ নিয়মে চলছে এসব নিরাপত্তা সদস্যরা। বিগত ১৬ থেকে ২০ বছর ধরে এ ভাবেই চলে আসছে বলে জানান হাবিলদার জসিম উদ্দিন। সেটাপে অধিনে ৬০জন থাকার কথা থাকলেও সেখানে ৫৮জন নিরাপত্তা সদস্য রয়েছে । দুইটি পদ শূন্য রয়েছে। ফলে এ ৫৮ জন নিরাপত্তা সদস্য মিলের সিকিউরিটি দিয়ে যাচ্ছে এসব নিরাপত্তা সদস্যরা।

এ বিষয়ে সহকারী ব্যবস্থাপক বা নিরাপত্তা অফিসার মোজাহিদুল ইসলামের নিকট নিরাপত্তা সদস্যদের দিন হাজিরা বাড়ানো হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, না এমন কোন উদ্যোগ নেই। তবে কর্তৃপক্ষকে হাজিরা বাড়ানো বিষয় উদ্যোগ নেয়া হয়নি। উদ্যোগ নেবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন না। তবে কোন সময় এ বিষয় কথা উঠলে কর্তৃপক্ষকে বলে দেখার চেষ্টা করবো।

নিরাপত্তা শ্রমিকদের দাবী বর্তমান বাজার দরের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দিন হাজিরা বাড়িয়ে দিলে আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে ভালভাবে খেয়ে পরে বাচঁতে পারতাম। বিষয়টি মানবিক দিক বিবেচনা করে দিন হাজিরা বাড়ানোর দাবী করেছে এসব নিরাপত্তা সদস্যরা।

দর্শনায় শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শ্রমিক সমাবেশে জেলা আমীর রুহুল আমিন

দর্শনায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের দর্শনা শাখার উদ্যোগে শ্রমিক অধিকার ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকাল ৩ টায় দর্শনা রেল বাজার মুক্তমঞ্চে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

এ শ্রমনীতি সমাবেশে বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের দর্শনা থানা শাখার সভাপতি বিল্লাল হুসাইনের সভাপতিত্বে এ শ্রমিকনীতি সভা অনুষ্টিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় মজলিসের সুরা সদস্য ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আমীর মোঃ রুহুল আমীন।

এ সময় তিনি বলেন,ইসলামী আইনে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনবো। যারা দিনরাত পরিশ্রম করে ন্যায্য মূল্য পায়না তাদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে।আমাদের বাংলাদেশ কৃষি দেশ আমাদের পা ফটা মানুষের কথা চিন্তা করে শ্রমিকদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে চাই। বাংলাদেশ জামাতে ইসলামী পা ফাটা শ্রমিকদের নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। আমরা ১৭ বছর কথা বলতে পারেনী জেল জুলুম খেটেই আমাদের দিন গিয়েছে।তাই সারাবাংলাদেশে জামাত ইসলামী শ্রমজীবী ফেডারেশন তৈরি করে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে চাই।

এ সময় বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার জেলা সভাপতি ইসরাইল হোসাইন, জেলা শাখার সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার নায়েবী আমির ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুর রহমান , দর্শনা থানা আমির রেজাউল করিম, জেলা অর্থ সেক্রেটারি আব্দুস সালাম,মাওলানা আবু জার গিফারী প্রমুখ।

এ সমাবেশে প্রায় দুই হাজার কর্মী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি

পরিচালনা করেন,সাবেক শিবির নেতা তানজিল হোসেন।

দর্শনার কেরুজে সুগারক্যান প্লান্টা মেশিনে আখ রোপনের শুভ উদ্বোধন

দর্শনা কেরুজ ডিহি ও আড়িয়া খামারে সুগারক্যান প্লান্টার মেশিনে আখ রোপনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

এ সময় তিনি বলেন, এ সুগারক্যান প্লান্টার মেশিনে আখ লাগালে খরচ কমবে অন্যদিকে লেবার খরচ বাঁচবে। তাই আমরা আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন ও চিনির আহরন বাড়বে। তাই আমরা আগামীতে আরও প্লান্টার মেশিন নিয়ে আসা যায় কিনা সে চিন্তা ভাবনা করছি। আমরা পাবলিকদেরও সহযোগিতা করতে পারি কিনা সে দিকে আমাদের খেয়াল আছে।

অপরদিকে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মিলসগেট পশ্চিম সাবজোনের ২০নং ইউনিটের ঈশ্বরচন্দ্রপুরে সরাসরি ও পরীক্ষামূলক খামারে রোপা পদ্ধতিতে বেডে আখরোপনের শুভ উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, ডিজিএম (সম্প্রাসারন মাহবুবুর রহমান ও সাবজোন প্রধান মোজতাহিদুল ইসলামসহ সিডিএ গাজী মিজানুর রহমান। পরে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেরুজ বায়োফার্টিলাইজার প্লাণ্ট পরিদর্শন করেন এবং আয় আয়-ব্যয়ের খোঁজ -খবর নেন পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আয় বর্ধনের জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি বলেন, আপনারা আখ চাষ করুন আগামীতে আখের মৃল্য আরও বৃদ্ধি করা হবে। আপনারা আখ লাগাবেন এবং সার্বিক সহিযোগিতা করবে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি। এ মিল আপনাদের এ মিল টিকে থাকলে আপনাদের

অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছলতা আসবে। আগামী অর্থ বছরে আখের মৃল্য টন প্রতি ৬ হাজার টাকা নির্ধারন করা হবে।

তিনি আরও বলেন ভাল বীজের আখ লাগাবেন আপনার লাভবান হবেন এবং পরিস্কার -পরিচ্ছন্ন আখ সরবাহ করবেন।অধিক চিনি আহরনের জন্য পরিস্কার -পরিচ্ছন্ন ও টপট্রাসমুক্ত আখ মিলে সরবরাহ করার আহব্বান জানান তিনি।

দর্শনায় এনজিও অফিসে বোমা রাখার অপরাধে সন্দেহজনক ১ জন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে বোমা রাখার অপরাধে সন্দেহজনক ভাবে ১ জনকে গ্রেফতার করছে।

গতকাল সোমবার দিনগত রাত আড়াই টার দিকে দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে, অভিযান চালায় দর্শনা দক্ষিনচাদপুর টাওয়ার পাড়ায়।

এ সময় পুলিশ দর্শনা পৌরসভার দক্ষিনচাদপুর গ্রামের টাওয়ার পাড়ার বগা মিয়ার ছেলে লিংকন (৩২) কে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য গত ৯অক্টোবর বুধবার বেলা পৌনে এগারোটার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড মাস্টার পাড়া ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে এক মুখোশধারী একটি আইডি বোমা ও গলায় পিস্তল ঠেকিয়ে বোমা রেখে পালিয়ে যায়।পরে রাজশাহী থেকে র্যাবের উদ্ধারকারী দল বোমাটি উদ্ধার করে রাত সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা কেরুজ ক্লাব মাঠে বোমাটি বিস্ফোরণ করে।

দর্শনায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ৬ টি মন্দিরের প্রতিমা বিসর্জন

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হল সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা। প্রতি বছরের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় মাথাভাঙ্গা নদীতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল বিকাল থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত দর্শনা পৌর এলাকার ৫টি পূজা মন্দির ও পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ১টি পূজা মন্দির মোট ৬টি পূজা মন্দিরের প্রতিমা বিসর্জন সমাপ্তি হয়। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বেশ কঠোর।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তিতুমীর বলেন, আমরা সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছি। আমাদের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস এবং আনসার বাহিনীর সদস্যরাও যুক্ত আছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি উত্তম রঞ্জন দেবনাথ বলেন, আমরা সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে আমাদের প্রতিমা বিসর্জন দিতে পেরে খুব আনন্দিত। আমরা প্রতিবছর চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় মাথাভাঙ্গা নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে থাকি। এবারও আমরা একই জায়গায় প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছি। অন্যন্য বছরের তুলনায় এ বছর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বেশ কঠোর। আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই দর্শনা থানার পুলিশ সদস্য, সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস এবং আনসার বাহিনীদেরকে। অনেক সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এসময় প্রতিমা বিসর্জনের স্থানে হাজার হাজার মানুষের জনসমাগম ছিলো।

দর্শনায় হঠাৎ করে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, মাদকে ভাসছে দর্শনা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। দিনে দুপুরে পিস্তল ঠেকিয়ে লুটের চেষ্টা ও বোমা রেখে আতংক সৃষ্টি করা অস্ত্রসহ গ্রেফতার চারিদিকে মাদকের ছড়াছড়ি। এ সব ঘটনায় দর্শনাসহ আশপাশের মানুষ আতংক বিরাজ করছে।

গতকাল বুধবার দিন দুপুরে ব্যুরো বাংলাদেশ অফিসে দিন দুপুরে সশস্ত্র দুর্বত্তারা এনজিওর হিসাবরক্ষকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে জিম্মি করে লুটের চেষ্টা করে। গত বুধবার দিনগত রাতে চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনী অভিযান চালায় দর্শনা পৌর এলাকার শান্তিপাড়ায় অভিযান চালিয়ে বিএনপির ক্যাডার শাহারুলকে গ্রেফতার করে। পরে তার স্বীকারোক্তিতে তার বাড়ির পিছনের মাটির নিচ থেকে বিদেশী নাইন এম এম পিস্তল ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে।

এদিকে গত মঙ্গলবার রাতে সেনাবাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যৌথ অভিযান চালিয়ে প্লাস্টিকের কন্টিনেটার ভর্তি ৭২৪ লিটার কেরুজ বাংলা মদ উদ্ধার করে। গত মঙ্গলবার ৯ আগষ্ট দুপুরে ঢাকা আশুলিয়ায় ১৮ হাজার কেরুজ মদ উদ্ধার করে।এ সময় কভারভ্যান থেকে ১৮ হাজার বোতল মদসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব ৩র ডিএডি মাহযুব হোসেন। এতে করে দর্শনায় আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। আবার শুরু হযেছে মাদকের রমরমা ব্যাবসা।

জানা গেছে, দর্শনা থানায় সর্বমোট ৩২০ টি বিভিন্ন মামলার মধ্যে ১৬৭ টি মাদকের মামলা। সেখানে মাদকসহ অন্যান্য মামলায় গ্রেফতার হয়েছে ৭৫৭ জন। গত ১ বছর ৩ মাসে দর্শনাসহ থানা এলাকায় ব্যাপক হারে মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসা বেড়েছে।

এদিকে বিভিন্ন সময় মাদক বিরোধী অভিযানে গ্রেফতারের পাশিপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ভারতীয় ফেনসিডিল, ইয়াবা, বিদেশী মদ, চোলাই মদ, টেপেন্ডাল ট্যাবলেট, গাঁজা, গাঁজার গাছ, বিদেশী সিগারেটসহ আরও অনেক ধরেন মাদকদ্রব্য।
এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বসে মাদকের আড্ডা। দর্শনা মদনা গ্রামের টাওয়ারের পাশে দোকানের পিছনে প্রতিনিয়ত চলছে মাদকের আড্ডা। পরাণপুর স্কুল মাঠে সন্ধায় চলছে গাঁজা সেবন, দর্শনা রেলগেট

সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন বিকালে ইয়াবা ও ফেন্সিডিল বিক্রি।

এছাড়াও দর্শনার আকন্দবাড়িয়া রামনগর, জয়নগর, ঈশ্বরচন্দ্রপুর, আজমপুর ও শ্যামপুর গ্রামসহ থানাধীন বিভিন্ন স্থানে মাদক সেবন যেন ওপেন সিকরেট। দর্শনায় রয়েছে বৃহত্তম চিনিশিল্প, রয়েছে রেলওয়ে শুল্ক ষ্টেশন ও আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট। এ উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত কোলঘেঁষা এলাকা দর্শনা। এই দর্শনায় হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে মরন নেশা ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজাসহ বিভিন্ন ধরনের নেশাজাত দ্রব্য। এসব সেবন করছে উঠতি বয়েসের যুবকরা ও স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছেলারাসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা জেলাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাইভেটকার ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে করে দর্শনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আসে মাদক সেবন করতে। পুলিশ প্রশাসন দুএকটি ছোট মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করলেও ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে মাদকের শীর্ষ গডফাদারা। প্রশাসন এখনই লাগাম টেনে না ধরলে ভয়াল মাদকের ছোবলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এ আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে এ এসপি জাকিয়া সুলতানা বলেন, দর্শনা বাসস্ট্যান্ড মাস্টপাড়া ব্যুরো বাংলাদেশ অফিসের ছিনতাই চেষ্টা ঘটনা তড়িৎ পদক্ষেপ নিয়েছি পাশাপাশি গতরাতে অস্ত্র উদ্ধার এবং মাদক উদ্ধার সহ সর্বক্ষেত্রের তাৎপর রয়েছে। আমরা যদি সুনির্দিষ্ট উপায় তথ্য থাকে আমাদেরকে জানাবেন আমরা দ্রত পদক্ষেপ নেব। আমরা সব সময় তৎপর আছি। শুনি চারদিকে মাদক আছে তার কোন নির্দিষ্ট তথ্য পায়নি যার কারনে মাদক আটক করা সম্ভব হয় না আপনাদের কাছে কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব থাকলে আপনারা জানাবেন আমরা সাথে সাথে পদক্ষেপ নেব।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার নবাগত ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর বলেন, আমি নতুন যোগদান করেছি। এলাকা সম্পর্কে ধারণা কম আগামীতে আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নে পদক্ষেপ নেব। এছাড়া আমার প্রয়োজনীয় ফোর্স কম যার কারণে অনেক পদক্ষেপ নিতে পারছি না। এছাড়া বদলি প্রক্রিয়া চলছে এবং পূজা পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেব।

দর্শনায় ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে চাঁদাদাবি, বোমা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে দিনে সকালে মাথায় অস্ত্র ও বোমা রেখে ডাকাতির চেষ্টা করেছে ৭/৮ জনের সংঘবদ্ধ ডাকাত দল।

আজ বুধবার (৯অক্টোবর) সকাল পৌনে ১১ টার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড মাস্টার পাড়া ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে এ ডাকাতি ও চাঁদাদবির ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বর্ননা সুত্রে জানাযায়, দর্শনা বাস স্ট্যান্ড মাস্টারপাড়ার ফজলু ড্রাইভারের বাড়ি ৮ বছর আগে ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিস ভাড়া নেয়। এ অফিসে ২ মাস আগে বদলী হয়ে আসে হিসাব রক্ষক ফেরদৌস আলম। আজ বুধবার ৭/৮ জনের অস্ত্রধারী ডাকাত দল ভিতরে প্রবেশ করে। ডাকাতদল ভিতরে প্রেবেশ করে অফিসের হিসাব রক্ষক ফেরদৌস আলমকে চেয়ারে বসতে বলে। এ সময় অস্ত্রধারী একজন ফেরদৌসের সামনের চেয়ারে বসে। এ সময় গেন্জি প্যান্ট ও হেলমেট পরা যুবক মুখে মাক্স পরা অবস্থায় তার বুকে ও মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে বলে যা কিছু আছে দিয়ে দে। পরে হিসাব রক্ষক ফেরদৌস ভয়ে ভিতু হয়ে বলে আমার কাছে বর্তমান কোন টাকা পয়সা নাই।সে সময় হিসাব রক্ষক ফেরদৌসের সাথে বাকবিতণ্ড হলে এক পর্যায়ে তাকে দরজার সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

সে সময় অস্ত্রধারী বলে তোর অফিসের টেবিলের নিচে টাইম বোমা রেখে গেলাম। টাকা না দিলে তোকে হত্যা করা হবে।পরে অস্ত্রধারী যুবক অফিসের দরজার বাইরে থেকে সিটকিনি দিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। পরে অফিসের ভিতর হিসাব রক্ষক চিৎকার করলে কাজের বোয়া সিটকিনি খুলে দেয়। হিসাব রক্ষক ফেরদৌস বের হয়ে আশেপাশের লোকজনকে খবর দিলে ঐ এলাকায় হইচই পড়ে যায়। সাথে সাথে দর্শনা থানা পুলিকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদ তিতুমীর। ঘটনাস্থলে এসে দেখে ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসের

টেবিলের নিচে টাইম বোমাটি রেখে যাওয়া বোমাটি দেখতে পায়। পুলিশ সাথে সাথে ঐই বাড়ির লোকজনকে সরিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বলে।

পরে চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনীর ৫৫ পদাতিক ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর হোসেনের নেতৃত্বে সেনা বাহীনীর ৪ প্লাটন সেনা মোতায়েন করা হয়। এরপর চুয়াডাঙ্গা জেলার এ এসপি জাকিয়া সুলতানা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বোমাটি দেখতে পায়। এ ছাড়াও ডিবির ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, দামুড়হুদা ফায়ার ষ্টেশন অফিসার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান কুষ্টিয়া র্যাবের ডিএডি হেলাল উদ্দীন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা জেলার এএসপি জাকিয়া সুলতানা জানান বোমা উদ্ধারের জন্য যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বোমা নিষ্ক্রিয় একটি দল এসে বোমাটি উদ্ধার করবে।

তবে বোমাটি উদ্ধার করতে রাত ১১ টা বাজতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় এলাবাসি ভীত সশস্ত্র হযে পড়ে আতংক বিরাজ করছে।

দর্শনায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৭২৪ লিটার মদসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার আনোয়ারপুরে যৌথবাহিনীর অভিযানে ৭২৪ লিটার রেকটিফাইট স্পিরিটসহ (মদ তৈরির কাঁচামাল বা উপকরণসহ) যুবদল ও শ্রমিক দলের তিন মাদককারবারিকে গ্রেফতার করেছে ।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) ভোররাতে দর্শনার থানার আনোয়ারপুর হঠাৎ পাড়া থেকে তাদের ৩জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সদস্য আমিনুল ইসলাম
(৪৫) দর্শনার আনোয়াপুর এলাকার মৃত সোনা মিয়ার ছেলে, জেলা যুবদলের সদস্য কিতাব আলীর ছেলে মিতুল (৪২) একই এলাকার নৃর মিয়ার ছেলে আলীর ছেলে ও শফিকুল ইসলামকে (৩৫)৭২৪ লিটার বাংলামদসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার ও ৫৫ পতাদিক ডিভিশনের সার্জেন্ট মাসুদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনীর সদস্যরা চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার আনোয়ারপুর হঠাৎপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় যৌথবাহিনী তিন মাদককারবারীর ভাড়া বাসা থেকে ৭২৪ লিটার রেকটিফাইট স্পিরিট (মদ তৈরির কাঁচামাল ও উপকরণ) উদ্ধার করে। যৌথবাহিনী গোপন সংবাদে জানতে পারে দর্শনা আনোয়ারপুর হঠাৎ পাড়ায় ভেজাল মদ তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ স্পিরিট ওই বাড়িতে মজুদ রেখে ভেজাল মদ তৈরি করছে। এসব রেকটিফাইট স্পিরিট ও বাংলা মদ কেরু এন্ড কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করেছে বলে তারা জানায়।

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার জানান, গ্রেপ্তারকৃত তিন মাদককারবারীর বিরুদ্ধে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এ ঘটনায় মাদক আইনে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে যার মামলা নং ৬।

দর্শনায় পূজা মন্দির পরিদর্শন ও উপহার তুলে দিলেন পৌর প্রশাসক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পূজা মন্দির পরিদর্শন করে উপহার তুলে দিলেন পৌর প্রশাসক কে এইচ তাসফিকুর রহমান। সনাতন ধর্মাম্বলম্বিদের সব থেকে বড় উৎসব শারদীয় দূর্গা পূজা শুরু হবে আগামী ৯ অক্টোবর। নির্বিঘ্নে এই উৎসব পালনের লক্ষ্যে প্রতিটি মন্দিরে সিসি ক্যামেরা স্থাপনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা মূলক আলোচনা করেন এবং নির্ভয়ে এ উৎসব পালনে সব ধরণের সহ যোগীতার আস্বস্ত

করেছেন পৌর কর্তৃপক্ষ।

দর্শনা পৌর এলাকার পূজা মন্দির পরিদর্শন করেছেন পৌর প্রশাসক সহ দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। আজ সোমবার দুপুরের দিকে মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে সৌজন্য স্বাক্ষাতের পাশাপাশি অর্থ উপহার তুলে দেয়া হয় পৌরসভার পক্ষ থেকে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌরসভার দায়িত্ব প্রাপ্ত কাউন্সিলর দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হুসনে জাহান, উপজেলা একাডেমী সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, দর্শনা পৌরসভার প্রধান সহকারী রুহুল আমিন খান, পৌর করনিক সরোয়ার হোসেন, এছাড়াও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।